তারিখ ... 27 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

শ্রেণীকক্ষ ও পাঠাগার হচ্ছে নিহতদের নামে

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন ও সিদ্দিকুর রহমান মাসুম,
বাহুবল থেকে

হবিগঞ্জের বাহুবলে সুন্দ্রাটিকি গ্রামে হত্যার শিকার শিশুদের চার পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে সরকার। তিন শিশুর স্কুল সুন্দ্রাটিকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের নামে গড়ে তোলা হচ্ছে শ্রেণীকক্ষ ও পাঠাগার। সরকারের এমন উদ্যোগে পরিবারগুলো খুশি। তবে কোনো কিছুতেই সন্তান হারানোর ব্যথা ভুলতে পারছেন না বাবা-মায়েরা। হত্যাকারীদের দ্রুত বিচার দাবি করছেন তারা। এদিকে অন্যতম আসামি বাচ্চু ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ার ঘটনায় চুনারুঘাটে দুটি মামলা হয়েছে।

জানতে চাইলে বাহুবল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, নিহত ৪ শিশুর স্মরণে ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে স্থানীয় সুন্দ্রাটিকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি ভবন নির্মাণ করা হবে। ওই ভবনে একটি ক্লাস রুম ও একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী বই কেনার জন্য অনুদান দেবেন। লাইব্রেরিতে কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবও থাকবে। এছাড়াও ৪ শিশুর পরিবারের সদস্যদের সরকারি খরচে ৪টি ঘর নির্মাণ করে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক কবির বিন আনোয়ার এ নির্দেশনা দেন।

আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'জাতীয় সংসদে আমি এ দাবি জানিয়েছিলাম। পাশাপাশি একটি ডিও লেটারও দিয়েছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে একটি প্রকল্প তৈরি করে দ্রুত প্রেরণের নির্দেশ দেন। এছাড়া আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী আইম মোস্তফা কামাল ৫০ হাজার টাকা দেয়ার কথা বলেছেন। রোববার আশা করি ওই টাকা পেয়ে যাব।' মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মোট ৫টি সেলাই মেশিন দেয়া হয়েছে। ৪টি নিহত চার শিশুর পরিবারকে দেয়া হবে। আরেকটি তাদেরই এক চাচাতো বোনকে দেয়া হবে। অচিরেই এগুলো তাদের বুঝিয়ে দেয়া হবে।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে নিহত শুভর বাবা আবদুল ওয়াহিদ যুগান্তরকে জানান, 'আমাদের সন্তান চলে গেছে। তাদেরকে কেউ তো ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমরা টাকা-পয়সা চাই না। চাই শুধু সন্তান হত্যার বিচার। খুনিরা দ্রুত গ্রেফতার হয়েছে, ইতিমধ্যেই নিজের মুখে স্বীকারও করেছে। এখন তাদের ফাঁসি দেখতে চাই আমরা। তবে সরকারের এ উদ্যোগে আমরা খুশি।'

বশির কারাগারে : ৪ শিশু হত্যার ঘটনায় গ্রেফতারকৃত বশির মিয়াকে ৫ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. কাউছার আলমের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এখনও রিমান্ডে রয়েছে হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা আবদুল আলী বাগাল, সালেহ উদ্দিন আহমেদ ও সাহেদ আলী।

ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন : হত্যায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মানববন্ধন ও মৌন মিছিল করেছেন। বৃহস্পতিবার উপজেলা সদরে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে কয়েকশ' শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ নেন। পরে তারা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি দেন। এতে তারা শিশুদের নিরাপদে স্কুলে যেতে 'ওপেন হাউস ডে'র মাধ্যমে এ আশংকাগুলো দ্রুত নিরসনের আহ্বান জানান।

বাচ্চুর ঘটনায় মামলা : চুনারুঘাট প্রতিনিধি জানান, চুনারুঘাট থানার ওসি নির্মলেন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, চার শিশু হত্যার আসামি অটোরিকশাচালক বাচ্চু মিয়া বৃহস্পতিবার ভোরে র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়। এ ঘটনায় রাত ৯টায় র‍্যাব-৯ শ্রীমঙ্গলের ডিএডি মিজানুর রহমান বাদী হয়ে বাচ্চু মিয়াসহ অজ্ঞাত ৪/৫ জনকে আসামি করে কর্তব্য কাজে বাধা প্রদানের অভিযোগে একটি মামলা করেন। অস্ত্র আইনে অন্য মামলাটি করেন ডিএডি আমিনুল ইসলাম। নং ১৮ ও ১৯।

১২ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হয় সুন্দ্রাটিকি গ্রামের ওয়াহিদ মিয়ার ছেলে জাকারিয়া আহমেদ শুভ, আবদুল আজিজের ছেলে তাজেল মিয়া, আবদাল মিয়ার ছেলে মনির মিয়া এবং আবদুল কাদিরের ছেলে ইসমাঈল হোসেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি বাড়ির পার্শ্ববর্তী ইছাবিল থেকে এদের মাটিচাপা দেয়া লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।